তারিখ .. 2U JUL ... [illegible] ...
পৃষ্ঠা ... [illegible] ... কলাম ... [illegible] ......

সংবাদ

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঁচ বছরে ঝরে পড়েছে পৌনে ৯ লাখ ছাত্রছাত্রী

অকৃতকার্যদের জন্য নেই বিশেষ ব্যবস্থা

রাকিব উদ্দিন

উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) ও সমমান পরীক্ষায় পাসের হার অব্যাহত বাড়তে থাকলেও কমছে না ঝরে পড়া ও অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা। প্রতিবছরই অকৃতকার্য বা ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিকে। অকৃতকার্য হওয়া শিক্ষার্থীদের পরবর্তী বছরে উত্তীর্ণ করাতে সরকারিভাবে কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়ার নজির নেই। ফলে প্রতিবছরই এইচএসসি ও সমমানের পর্যায়ে এসে অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থী ঝরে যায়।

শিক্ষা বোর্ডের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ২০০৮ সাল থেকে ২০১২ সালের মধ্যে গত ৫ বছরে ১০টি শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ৮ লাখ ৮৩ হাজার ৫৭ জন শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে। এই সংখ্যা শুধু যারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে তাদের। কিন্তু যারা ফরম পূরণ করেও নানা কারণে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদের সংখ্যা আরও বেশি।

এ বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী 'সংবাদ'কে বলেছেন, 'বর্তমানে পাবলিক ঝরে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

ঝরে : পড়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষার ফলের মানের মধ্যে প্রচণ্ড রকম বৈষম্য আছে। 'পাসের 'হার বাড়ানোর জন্য অত্যন্ত নিম্ন মানের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। এরপরও প্রতিবার বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ছে।'

শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ কলেজে মানসম্মত পাঠদান হয় না এমন অভিযোগ করে তিনি বলেন, যেসব প্রতিষ্ঠান ধারাবাহিক খারাপ ফল করছে সেগুলোর মূল সমস্যা চিহ্নিত করে সরকারকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত বুধবার প্রকাশিত এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় (২০১২) অংশগ্রহণের জন্য ১০টি বোর্ড থেকে ফরম পূরণ করেছিল ৯ লাখ ২৬ হাজার ৮১৪ জন ছাত্রছাত্রী। কিন্তু পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল ৯ লাখ ১৭ হাজার ৬৭৩ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৭ লাখ ২১ হাজার ৯৭৯ জন। আর এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে ১ লাখ ৯৫ হাজার ৬৯৪ জন ছাত্রছাত্রী।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানায়, প্রতিবারই এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাস করা শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি নিয়ে সরকার নানা পরিকল্পনা আঁটে, কিন্তু যারা ফেল বা অকৃতকার্য হয় তাদের ব্যাপারে কোন কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয় না। এর মধ্যে আবার যেসব কলেজের ফলাফল একেবারেই খারাপ বা শূন্য পাস করা কলেজের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ারও নজির নেই।

এছাড়া বাণিজ্যনির্ভর যেসব কলেজ নানা শর্ত আরোপ করে সারাদেশ থেকে মেধাবী শিক্ষার্থী বাছাই করে ভর্তি নিয়ে সবাইকে পাস করাতে ব্যর্থ হয়, সেগুলোর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেয়া হয় না। এবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের শীর্ষস্থান অর্জনকারী ২০টি কলেজের নিবন্ধিত শিক্ষার্থী ছিল ২১ হাজার ৩১৭ জন। এর মধ্যে নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিল ২০ হাজার ৫৩৫ জন। অর্থাৎ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আগেই শীর্ষস্থান অর্জনকারী ২০টি কলেজ থেকে ঝরে পড়েছে ৭৮২ জন মেধাবী শিক্ষার্থী।

এবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ১৩তম স্থান অর্জন করেছে বাণিজ্যনির্ভর ক্যামব্রিয়ান কলেজ। এইচএসসিতে এই কলেজটির নিবন্ধিত শিক্ষার্থী ছিল ১ হাজার ১৯০ জন। এর মধ্যে নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল ১ হাজার ৮৪ জন। অর্থাৎ পরীক্ষার আগেই এই কলেজ থেকে ঝরে পড়েছে ১০৬ জন মেধাবী শিক্ষার্থী।

শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানান, বাণিজ্যনির্ভর কলেজগুলো প্রতিবছর মোটা অংকের ফি নিয়ে অসংখ্য শিক্ষার্থী ভর্তি করে। কিন্তু বোর্ডের মেধা তালিকায় কলেজের নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য ফরম পূরণের আগে নানা অজুহাতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত রাখে। প্রতিবছর এভাবেই তথাকথিত নামিদামি কলেজে ভর্তি হয়ে অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। কিন্তু শিক্ষা প্রশাসন এ ধরনের প্রতারণার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

অকৃতকার্য হওয়ার যত কারণ : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেছেন, সাধারণত বাংলা, ইংরেজি, গণিত, হিসাব বিজ্ঞান বিষয়েই শিক্ষার্থীরা বেশি ফেল বা অকৃতকার্য হয়। এসব বিষয়ে কলেজে দক্ষ ও মেধাবী শিক্ষকের অভাব, অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠদানে বিশেষ ব্যবস্থা না নেয়া, প্রাইভেট টিউশনি নিয়ে শিক্ষকদের বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি, বাণিজ্যনির্ভর কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি, ছাত্র রাজনীতি, মানহীন ও ভুয়া কলেজের বিষয়ে শিক্ষা বোর্ডগুলোর উদাসিনতা, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কলেজের সিলেবাস সম্পন্ন না করা, একাডেমিক কার্যক্রম সম্পর্কে যথাযথ মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকা এবং সর্বোপরি ধারাবাহিকভাবে যেসব কলেজ খারাপ ফলাফল করছে সেগুলোর বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ না নেয়ার কারণেই প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়ে ঝরে পড়ছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানায়, শিক্ষাব্যবস্থা পুরোপুরি বাণিজ্যিক হয়ে পড়ছে। ফলে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে পাস করতে হলে শ্রেণী শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়তেই হয়। এসব বিষয়ে প্রাইভেট পড়তে প্রতিটির জন্য শিক্ষকদের মাসে প্রদান করতে হয় কমপক্ষে ১ হাজার থেকে ৩ হাজার টাকা। কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থী বছর বছর খারাপ ফল করছে কিংবা অকৃতকার্য হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ 'সংবাদ'কে বলেছেন, 'আমরা চাই শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করুক। কোন শিক্ষার্থী ফেল করুক তা কেউ চাই না। তবে রাতারাতি এই অগ্রগতি অর্জন সম্ভব নয়। পর্যায়ক্রমে সেদিকে অগ্রসর হতে হবে।' তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেয়া হবে। শিক্ষার্থীরা যেসব বিষয়ে খারাপ ফল করেছে, সে বিষয়গুলোতে উন্নতি করতে শিক্ষকদের আরও বেশি মনোযোগী হতে নির্দেশনা দেয়া হবে।'

ফেল করা শিক্ষার্থীর তথ্য : শিক্ষা বোর্ডগুলোর তথ্য মতে, ২০১১ সালে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৭ লাখ ৬৪ হাজার ৮২৮ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয় ৫ লাখ ৭৪ হাজার ২৬১ জন। আর অকৃতকার্য হয়েছে বা ঝরে পড়েছে ১ লাখ ৯০ হাজার ৫৬৭ জন। ২০১০ সালে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১০টি শিক্ষা বোর্ড থেকে পরীক্ষা দেয় ৭ লাখ ২১ হাজার ৯৪১ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে পাস করে ৫ লাখ ৩৬ হাজার ৪৩৯ জন শিক্ষার্থী। অর্থাৎ অকৃতকার্য হয়েছে বা ঝরে পড়েছে ১ লাখ ৮৫ হাজার ৫০২ জন শিক্ষার্থী। ২০০৯ সালে ১০টি শিক্ষা বোর্ড থেকে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল ৬ লাখ ৯ হাজার ৮৮২ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে পাস করেছিল ৪ লাখ ৪৪ হাজার ৩৯৯ জন শিক্ষার্থী। অকৃতকার্য হয়েছে বা ঝরে পড়েছে ১ লাখ ৬৫ হাজার ৪৮৩ জন শিক্ষার্থী। ২০০৮ সালে ১০টি শিক্ষা বোর্ড থেকে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল ৬ লাখ ১২ হাজার ৩৮১ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে পাস করেছিল ৪ লাখ ৬৬ হাজার ৫৭০ জন শিক্ষার্থী। আর অকৃতকার্য বা ঝরে পড়েছিল ১ লাখ ৪৫ হাজার ৮১১ জন শিক্ষার্থী।